R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল। ৩১শে মে ২০০৬ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

পুলিশী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ৩০১ ঘর কংগ্রেসী পরিবার সিপিএমে যোগ দিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : একতরফা পুলিশী অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বা এর কোন প্রতিবিধান না হওয়ায় জঙ্গিপুর পুর এলাকার মির্দ্ধাপাড়ার ৩০১ ঘর কংগ্রেসী পরিবার সিপিএম দলে যোগ দিতে বাধ্য হলেন। গত ২৮ মে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে দাদাঠাকুর মুক্তমঞ্চে সপ্তম বামফ্রন্টের বিজয় উৎসব অনুষ্ঠানে ঐ সব কংগ্রেসীরা মিছিল করে সভায় হাজির হন বলে খবর। উল্লেখ্য, মির্দ্ধাপাড়ার ৪২৬ ঘর কংগ্রেস সমর্থকদের অভাব অভিযোগ গ্রাম্য বিচার ইত্যাদির জন্য প্রাক্তন কাউন্সিলার বাজারু সেখকে সমাজের সর্দার নির্বাচিত করা হয়। এরপর গত পুরসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের মধ্যে গন্ডগোলে ১২৫ ঘর কংগ্রেস ছেড়ে সিপিএম দলে নাম লেখান। তারা নতুন সর্দারও নির্বাচিত করেন। সদ্য সিপিএমে আসা কংগ্রেসী সমর্থকদের অভিযোগ, একতরফাভাবে পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে, বাড়ী ভাঙচুর করেছে। নিরপরাধ লোকজনদের মারধোর করেছে। আমরা বাড়ীর বউ ছেলে নিয়ে নেতাদের কাছে ছুটে এসেছি, বাড়ী ঘর ফেলে পালিয়ে বেড়িয়েছি। স্থানীয় নেতারা একটা ধিক্কার সভা করে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছেন। অসহায় হয়ে অধীর চৌধুরীকে চিঠি পাঠিয়েছি, প্রণব মুখার্জীকে ফ্যাক্স করে এর প্রতিবিধান প্রার্থনা করেছি, কিন্তু কিছুই হয়নি বা কেউ পাশে এসে দাঁড়াননি। তাই বাধ্য হয়ে দল-মত পালটাতে হলো। এই দল বদলের ঘটনায় জঙ্গিপুর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসীদের মধ্যে একটা বড় ধরনের ধ্বস নামারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগামী যে কোন নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে বলে এলাকার প্রবীণ কংগ্রেসীদের অভিমত। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের অন্যতম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান—সকলের জন্যই আমাদের পার্টির দরজা খোলা আছে। দলে যোগ দিন, নিয়ম রীতি মেনে কাজ করুন। যে কোন সমস্যায় আমাদের সহযোগিতা পাবেন কথা দিচ্ছি।

রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হলেন রেশন ডিলার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের রেশন ডিলার কেতাবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ৬ বৎসর ধরে বি, পি, এলের চাল-গম কয়েকজন দুঃস্থকে দিচ্ছেন না। তারই প্রেক্ষিতে স্থানীয় সিপিএম রেশন ডিলারকে ঘেরাও করে চাল এবং গমসমেত ৭৫ কুইন্টাল মাল বিনা মূল্যে দিতে হবে বলে জানায়। অন্যথায় রেশন দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকীও দেয়। সিপিএমের স্থানীয় নেতারা মীমাংসার কথা বললেও বাস্তবে ৭৫ কুইন্টাল চাল-গম আদায়ে চাপ সৃষ্টি করছে বলে রেশন ডিলার কেতাবুর রহমান অভিযোগ করেন। ঘটনার সূত্রপাত বিধানসভা ভোটে বামফ্রন্ট ফরাক্কায় হেরে যায়। কেতাবুর রহমানের পুরো পরিবার কংগ্রেস করেন। ভোটের সময় তারা কংগ্রেসের হয়ে প্রচারেও নামেন। এর বদলা নিতেই নাকি সিপিএম চক্রান্ত করে বিপিএল চাল-গম বন্টনে দুর্নীতির অভিযোগ আনে ডিলারের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে রেশন ডিলার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তুষারকান্তি সেনের বক্তব্য, বিপিএলের আওতায় যারা আছেন তাদের কোন কার্ড নেই। শুধুমাত্র নামের তালিকা দেওয়া হয় রেশন ডিলারদের। তালিকা অনুযায়ী মাল দেওয়া হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সিপিএম কর্মীদের হাতে যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সারা দেশে বিপুলভাবে জয়ী হলেও ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হয়। তারই বদলা নিতে সিপিএমের দলবল নানা অজুহাতে কংগ্রেসীদের ওপর হামলা শুরু করছে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি সোহরাব আলি স্থানীয় পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম কর্মীদের হতে প্রহৃত হন। লোহার রড লাঠি নিয়ে সোহরাবের উপর হামলাকারীরা চড়াও হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে গেলে ঘটনাটা বেশী ঘোরালো হতে পারেনি বলে জানা যায়। অযথা ক্ষমতার অপব্যবহার করছে সিপিএম সমর্থকরা এই অভিযোগ করলেন ধুলিয়ান টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক বাবলু মন্ডল। তিনি জানান—গত ১১ মে ভোটের ফল ঘোষণার পর ৪নং ওয়ার্ডে প্রাক্তন কংগ্রেস চেয়ারম্যান সওদাগর আলির ছেলে বাবি মহালদারকে ঐ ওয়ার্ডের (শেষ পৃষ্ঠায়)

মির্জাপুর নেতাজী ফ্রী চিলড্রেন সোসাইটির ৬ষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : মির্জাপুর নেতাজী ফ্রী চিলড্রেন সোসাইটি তাদের বিগত পাঁচটা বছরের মত গত ২৮ মে '০৬ এক মনোরম সন্ধ্যা উপহার দিল মানিক সাওপাড়ীর সভাপতিত্বে। অংকন, হস্তলিখন এবং যেমন খুশি সাজোর মধ্যে শেষের দুটি অনুষ্ঠানে ছিল অভিনবত্বের ছোঁয়া। সংস্থার দেওয়া নির্বাচিত অংশ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে লেখা শেষ করাটাই প্রতিযোগিতার মাপকাঠি ছিল। তেমনি সাজার ক্ষেত্রেও চরিত্রানুযায়ী বক্তব্য প্রমাণে বিচারকদের প্রশ্নের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

নেতাজীর মৃত্যু ঃ আজিও অনোদ্‌ঘাটিত রহস্য

যে কোন মৃত্যু প্রিয়জন বা অনুরাগীদের নিকটে মর্ম্মন্তুদ, বেদনাবহ। তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই হউক বা অস্বাভাবিক কোন দুর্ঘটনাজনিত কারণেই হউক। মৃত্যুর পরেও প্রিয়জনের স্থান মনের মন্দিরে থাকিয়া যায় স্মরণীয় বা বরণীয় রূপে। সুভাষের স্থান বাঙালীর তথা দেশবাসীর অন্তরে চিরদেদীপ্যমান হইয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর প্রিয় নেতা যে তিনিই।

স্বজন হারাইবার বেদনা বহুদিন হইতে দেশবাসীর মনের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। কীভাবে দেশের মানুষ তাহাকে হারাইয়াছিল সেই সত্য ও তথ্য এখনও স্পষ্ট হইয়া উঠিল না। রহস্যের নির্মোকে তাহা আবৃত থাকিয়াই গেল। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগষ্ট তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া খবরে প্রকাশ। তাঁহার মৃত্যু বা অন্তর্ধান দীর্ঘ সময় ধরিয়া এক অনোদ্ঘাটিত রহস্য।

এই রহস্যের কুহেলিকা ভেদ করিয়া সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা হইয়াছিল ইতি-পূর্বে দুইবার—১৯৫৬ সালে গঠিত হইয়াছিল শাহনওয়াজ কমিটি আর অন্যটি হইল ১৯৭০ এ গঠিত খোসলা কমিশন। দুই তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে ধ্বনিত হইয়াছে একই সুর, একই কথা। এবং তাহা তাহাদের মতে দ্ব্যর্থহীন। নেতাজীর মৃত্যু বিমান দুর্ঘটনায়। অনেকের মতে রহস্য রহিয়া গেল রহস্যের গভীরে। জট হইয়া থাকিল জটিল। কুহেলিকার উন্মোচন হইল না।

এই দিকে সময়ের খতিয়ান খুলিলে দেখা যায়—দীর্ঘ ৬১ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও আসন সত্যটি এখনও অধরা থাকিয়া গিয়াছে। পরে এই রহস্য উদঘাটনের জন্য বসানো হইয়াছিল মুখার্জী কমিশন। এই কমিশন তাহার ৩০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন পেশ করিয়াছে গত ৮ নভেম্বর সরকারের কাছে। এই কমিশন পূর্বোক্ত দুই কমিশনের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিতে পারে নাই। তাঁহার অভিমত—নেতাজী এখন আর জীবিত নাই এই কথা সত্য, তবে বিমান দুর্ঘটনা-জনিত কারণে তাঁহার মৃত্যু সঠিক নহে। এই কমিশন আরো বলিয়াছে—জাপানের রেণকোজি মন্দিরে নেতাজীর চিতাভস্ম হিসাবে যাহা সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা নেতাজীর নহে। সংবাদে প্রকাশ—এই কমিশন মনে করে নেতাজীর বিমান দর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু লইয়া যে রহস্য জাল ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে তাহা সঠিক উদ্‌ঘাটন নহে, বলা যাইতে পারে মৃত্যু লইয়া তাহা একটা 'তৈরী করা গল্প।' প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এই মুখার্জী কমিশন অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ কোন সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। তবে কমিশন জানাইয়াছে—কবে এবং কীভাবে নেতাজীর মৃত্যু ঘটিয়াছে সে বিষয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গবেষণার প্রয়োজন রহিয়াছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি প্রসঙ্গে

গত ২৪ মে '০৬ জঙ্গিপুর সংবাদ-এ প্রকাশিত স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের বিরুদ্ধে বেকার শিক্ষিত যুবকদের মামলা প্রসঙ্গে আমাদের এই প্রতিবেদন। কিছু ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবিকা হিসাবে প্রথমেই ঐ সব শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়কে বলতে হয়—'ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার'। বেকার যুবকদের সহৃদয় দৃষ্টিতে প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত সরকারের ফি বছরই পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন। আর তার জন্য প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরই দরকার অভিজ্ঞ শিক্ষকের। তাদের কোচিং সেন্টারের নোট সর্বস্ব ব্যবস্থাভিত্তিক অধ্যয়ন অচল। এছাড়া যে সব শিক্ষকের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে তাঁরা তো বেশীরভাগই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অভিজ্ঞ শিক্ষক। ভালো ছাত্র-ছাত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের এই কর্মপ্রয়াস দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা ভাবাই যায় না। আমাদের শহরের স্কুলের ভালো ফলাফলের আনন্দ যেখানে ভাগ করে নেয়ার কথা সেখানে মামলা করে, শিক্ষকের বাড়ীর দেয়ালে পোষ্টার সাঁটিয়ে কি রুচির পরিচয় দিচ্ছেন বেকার টিউশন ব্যবসাদাররা। ঝামেলা করে হুজ্জৎ করে কিছু ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ করা গেলেও শিক্ষকের যথাযথ শ্রদ্ধা সম্মান কি তাঁরা পাবেন? তাঁরা কি শুধুমাত্র প্রাণ ধারণের জন্যই এই পথ বেছে নিয়েছেন, না অল্প পরিশ্রমে লাগামহীন রোজগারে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় জৌলুষ আনার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। বেকার সমস্যা সমাধানে আর কোন পথই কি তাঁদের জন্য খোলা নেই! তাই বলি শুধুমাত্র ব্যবসাদারী নজরে এটাকে না দেখে যথাযথ শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে অভিজ্ঞ স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ব্যবসা করুন। না হলে আপনারা অনেক শহরবাসীর সহানুভূতি থেকে দূরে সড়ে যাবেন। পরিশেষে বলতে বাধ্য হচ্ছি—কেন এই বেকার যুবকেরা টিউশনির পথ বেছে নিলেন। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে নিজেরাই সেটা বিচার করুন। আমরা যতটুকু জানি তাতে উঁচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মলি দাস (আহিরণ), দীপিকা সরকার, পারমিতা সাহা, মেনকা অধিকারী, জয়া প্রামাণিক, কৃষ্ণা মুখার্জী, দেবী ভৌমিক, সোফিয়া ইয়াসমিন (রঘুনাথগঞ্জ)

(২)

রঘুনাথগঞ্জে এক নতুন ঘটনা—"স্কুলের শিক্ষকদের টিউশন পড়ানো" বিষয়ক। এ প্রসঙ্গেই আমরা অর্থাৎ রঘুনাথগঞ্জের ছাত্রসমাজ কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই। শহরের একটি গৃহশিক্ষকগোষ্ঠী স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ দায়ের করেছেন হাইকোর্টে। তাদের বক্তব্য—স্কুলের শিক্ষকদের পড়ানোর জন্য তাদের ইস্টক নির্মিত গোয়ালে ছাত্র সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। ভাবতে লজ্জাবোধ হয়, আমাদের এই সুন্দর শহরেও শিক্ষাদানকে ব্যবসা হিসেবে গণ্য করা হয়। যে শিক্ষকরা পড়ানোকে অর্থের বিনিময়ে পেশা হিসেবে দেখেন তাদের নৈতিকতা সম্পর্কেই আমাদের মন প্রশ্নবিহ্বল। এই নীতিবিহীন শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের কী শেখাবেন? কোন অধিকারে তারা শিক্ষকতার দাবী জানান? তারা ছাত্রদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনেই যখন অপারগ তখন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মান-সম্মান ক্ষুন্ন করে তারা শিক্ষার, শিক্ষা ব্যবস্থার অপমান করে চলেছেন কেন? ছাত্রদের অধিকার আছে যোগ্যতর শিক্ষকদের কাছে পড়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করার। সেক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করবে কেন? যোগ্যের স্থান সংকুলান হয় না। সেক্ষেত্রে যাদের 'বাজার মন্দা' তাদের যোগ্যতার দিকেই আঙ্গুল তুলছে না কি?

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, কিছু শিক্ষক (পর পৃষ্ঠায়)

প্রাইভেট টিউশনি প্রসঙ্গে (২য় পৃষ্ঠার পর)

নবম/দশম শ্রেণীর অঙ্ক উপপাদ্য থেকে মুখস্থ ধরেন। নোট বুক ছাড়া তিনি একটা লাইনও বাংলা প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। এমন কিছু টিউটরের কথাও শোনা যায় যিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতার বাইরে থেকেও বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। যে শিক্ষক নিজের দেওয়া ইতিহাস, ভূগোল এমনকি অঙ্কেরও সাজেশান নিয়ে গর্ববোধ করেন তার কাছে ছাত্ররা যাবে কোন্ ভরসায় ? প্রচলিত বাংলা প্রবাদ—'ঝড়ে কাক মরে, কোকিল দেখায় বাহাদুরি'। ঠিক এই ঘটনায় ঘটে গেছে কতজনের ভাগ্যে। ভালো ছাত্ররা নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তার কৃতিত্বের হাঁড়ি উল্টায় সেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের উপর। কিছু শিক্ষক আবার তাদের ছাত্রদের উপর দায়িত্ব আরোপ করেছেন কোন্ কোন্ শিক্ষক কবে কবে পড়াচ্ছেন তা খুঁজে বের করার জন্য। বর্তমানে স্কুলগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বাস্তববাদী চিন্তা ভাবনায় বলা যায় ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে কোন জটিল কবিতার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বা কোন সমস্যার (গাণিতিক) সমাধান করা অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়েই স্কুলের পরিসরের বাইরে টিউশন পড়তে ছাত্ররা বাধ্য হচ্ছে। এই সমস্ত বঞ্চিত (?), হতভাগ্য (?) ছাত্র গড়ার কারিগড়রা (কালক্রমে নম্বর তোলার জাদুকর) বোধহয় জানেন না সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন এই উদ্দেশ্যে, যে ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে 'টিউশন' শব্দটির উৎপাটন করা হয়। অর্থাৎ নিজেরাই জনৈক কারোর মায়ের বড় গলা করে অন্যের টিউশন বন্ধ করতে মহাউদ্যোগী।

রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানরা বহির্জগতের সার্ভে করতে পারে, কিন্তু আপনাদের অন্তঃ পর্যবেক্ষণ করতে হবে আপনাদেরকেই। নাকি সেই ভেতরকে দেখতেই আপনারা ভয় পান, নিজের বিবেকের মুখোমুখি হতে শঙ্কিত হন ? তাই সমগ্র রঘুনাথগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের আবেদন জানাই—নোংরা, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করুন। ছাত্র-ছাত্রীর দায়িত্ব যখন নিতে পারবেন না তখন যারা নিচ্ছেন তাদের বিব্রত করবেন না। কারণ 'শিক্ষক' শব্দটা শুনতে ছোট হলেও এর দায়িত্ব মোটেও কম নয়। তাই এই দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা প্রথমে অর্জন করুন তারপর না হয় নিজেদের শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দেবেন !

ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে—দীপঙ্কর সাহা, রঘুনাথগঞ্জ

(৩)

আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষানুরাগী, ছাত্রদরদী মানুষের কাছে আমাদের মত সকল বিপদগ্রস্ত অভিভাবকবৃন্দের হয়ে আবেদন রাখছি। 'বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের বাহিরে উপযুক্ত শিক্ষাদানের অধিকার কার ?' এই নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে। বিষয়টা সম্ভবতঃ জনরব অনুযায়ী কোর্টে বিচারাধীন/প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জন্য অপেক্ষমান এবং সমাধান সময় সাপেক্ষ। কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের শহরের 'গুটিকয়' শিক্ষিত বেকার (!) (যদিও তাদের মধ্যে বেশীরভাগ নেতৃ-স্থানীয়র প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিছু কম নয়) বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের প্রাইভেট টিউশনের বিরোধীতা করে আন্দোলন শুরু করেছেন। ফলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উপযুক্ত নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় শিক্ষক মহাশয়েরা আন্দোলন ও নানান ঝামেলায় ভীত হয়ে সুকুমারমতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাদানে বিরত হয়ে পড়েছেন। যার ফলে অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সকল স্থানীয় শিক্ষার্থীর। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয় বন্ধ—সর্বোপরি বৃহৎ সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর চাপে বিদ্যালয়ে সঠিক পঠন-পাঠন সম্ভব নয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বেশ কিছু মেধাবী এবং শিক্ষা গ্রহণে উৎসুক ছাত্রছাত্রী আছে যাদের সময়মত এবং ঠিকমত পরিচালনা করা হলে তারা তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করে তুলবে এবং যেহেতু ছাত্রছাত্রীরাই জাতির ভবিষ্যত সুতরাং এরাই পরোক্ষভাবে সবার তথা সমাজের উপকারে আসবে। এই পরিস্থিতিতে আমরা 'প্রাইভেট টিউটর সমিতি'র কাছে আবেদন জানাই যে আপনারা আপনাদের আন্দোলন ভিন্নপথে পরিচালনা করুন এবং যতদিন পর্যন্ত না বিচার ব্যবস্থা / প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ততদিন যিনি শিক্ষাদান করছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের তাদের পছন্দমত যে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করছে সেই ব্যবস্থা চালু থাকুক—এটা বেকার প্রাইভেট টিউটর ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক। দয়া করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। আমরা জানি 'যোগ্যতমের জয়' ; তাই যে কোন অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা যাকে উপযুক্ত মনে করবেন তারা সেই উপযুক্ত মহাশয়কেই শিক্ষাগুরু হিসেবে গ্রহণ করবে। এখানে বেকার প্রাইভেট টিউটর না বিদ্যালয়ের শিক্ষক এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হয়ে উঠবে না।

আপনারা সকলেই জানেন আজ যাঁরা শিক্ষিত বেকার প্রাইভেট টিউটর, তাঁরা সকলেই নিজ নিজ ছাত্রজীবনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকবৃন্দের নিকট শিক্ষালাভ করে আজকে সমাজে তাঁরা শিক্ষিত বলে পরিচিতি লাভ করেছেন। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন আগেও ছিল এখনও আছে। এই ব্যাপারে আমাদের সকলের সীমিত জ্ঞানের সাপেক্ষে কতকগুলি বিষয় সকল মানুষের অবগতির জন্য জানাই যে— ১) সকল শিক্ষিত যুবক-যুবতীর উপযুক্ত চাকরী পাওয়া ন্যায্য অধিকার, কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় চাকরীর দরজা সীমিত হওয়ার ফলে চাকরীর সুযোগ খুব কম। ফলে বছর বছর বেকার সংখ্যা যে বেড়েই চলেছে, এর জন্য দায়ী কেবলমাত্র সরকার— ব্যক্তিগতভাবে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নয়।

২) চাকরীর দাবি বা সৎপথে গোজগারের পথের সন্ধানের জন্য যথাযথভাবে দলমতনির্বিশেষে সরকারের উপর চাপ দিতে হবে—প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র রঘুনাথগঞ্জ শহরের বিভিন্ন দেওয়ালে দাবিদাওয়ার পোস্টার সাঁটিয়ে বা কোন নির্দিষ্ট শিক্ষক মহাশয়কে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত বিরোধীতার মাধ্যমে কিন্তু বেকারদের দাবিদাওয়া ফলপ্রসু হবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই ধরনের আন্দোলন কেবল রঘুনাথগঞ্জেই সীমাবদ্ধ ; অন্যত্র এই বিরোধীতা চোখে পড়ে না।

৩) প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও উন্নতিলাভ এবং আরও সুযোগ সুবিধার জন্য মানুষ চিরাচরিত সীমায়িত ব্যবস্থার বাইরেও বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করে। তাই আমরা সরকারী হাসপাতালে ডাক্তারদের স্বল্প উপস্থিতি মেনে নিয়েও সেই ডাক্তারদেরই প্রাইভেট চেম্বারে ভিড় করি। (যদিও সরকার সম্ভবত ডাক্তারদের হাসপাতালে ডিউটি করার পর প্রাইভেট প্র্যাক্টিসে মত দিয়েছে)। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও অধিক উন্নয়নার্থে স্বদেশে কৃতি খেলোয়াড় থাকলেও বিদেশী কোচ আনা হয়। সুতরাং প্রত্যেকেই আরও সুযোগ সুবিধা ও আরও উন্নতির জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরেও চেষ্টা করে। এজন্যই অভিভাবকবৃন্দ তাঁদের সন্তানদের আরোও উন্নতির লক্ষ্যে যোগ্যতর ও উপযুক্ত শিক্ষকগণের কাছে প্রেরণ করেন। যিনি উপযুক্ত শিক্ষক হবেন তাঁর কাছে ছাত্র-ছাত্রীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছুটে যাবে, তা তিনি শিক্ষিত বেকার হউন অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হউন।

(৪ পৃষ্ঠায়)

প্রাইভেট টিউশনি প্রসঙ্গে (৩য় পৃষ্ঠার পর)

৪) এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, যে সকল শিক্ষকবৃন্দ প্রাইভেট টিউশন করেন তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাঁদের পেশার স্থানে যথাযথ দায়িত্বশীল কিনা এবং দায়িত্ব পালনে কতটা সচেষ্ট। তাঁরা যদি বিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পর বিদ্যালয়ের সম্মান বৃদ্ধি এবং তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনার্থে তাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধতর করতে উদ্বৃত্ত সময়ে বিনা পারিশ্রমিকে পাঠদান করেন—তবে এর বিরোধীতা করা সরকার বা কোন মানুষের উচিৎ হবে না। আমরা বলতে পারি অনেক বেকার প্রাইভেট টিউটর আছেন যাঁরা তাঁদের প্রচুর ছাত্রছাত্রীকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে শিক্ষাদান করেন ; আবার কিছু বেকার যুবক দু' একটি টিউশনির জন্য ছাত্রছাত্রীর বাড়ীতে ধর্ণা দেন। কিন্তু যিনি বেশী ছাত্রছাত্রী পড়ান এটা তাঁর দোষ নয়,—এটা তাঁর যোগ্যতা। এই ব্যবস্থার বিরোধীতা শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয় এবং কোন ভাবেই কাম্য নয়।

অবশেষে আমরা অভিভাবকবৃন্দ সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত বেকার ভাইদের কাছে অনুরোধ জানাই, আপনারা আপনাদের দাবী দাওয়া উপযুক্ত স্থানে তুলে ধরুন, কিন্তু কিছু শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়ের ব্যক্তিগত বিরোধীতা করে জ্ঞানান্বেষী ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবেন না। সকল মানুষের শুভ-বুদ্ধির উদয় হোক। সকল ছাত্রছাত্রীর প্রতি সর্বস্তরের শিক্ষিত মানুষের মঙ্গলসূচক আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক—এই কামনা করি। ধন্যবাদ।

রঘুনাথগঞ্জের বিপন্ন ছাত্রছাত্রীগণের অভিভাবক ও
অভিভাবিকাবৃন্দ

অঞ্জনা ব্যানার্জী, শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী, প্রতিভা বোস, রঞ্জনা সাহা, সবিতা সিনহা, অলোক দাস, হরিশঙ্কর কবিরাজ, সোনামণি মন্ডল, টিঙ্কু চৌধুরী, শম্পা কবিরাজ, চম্পা কর্মকার, গৌতম কর্মকার, হীরালাল সিংহ রায়, মানসকুমার মন্ডল, চামেলী কর্মকার, বিকাশ চক্রবর্তী, মানসী সাহা, রাজেশ সিংহ, সুজিতকুমার সরকার, শুভ্রা সাহা, জগন্নাথ সাহা, সন্তোষী বাগ, অমরনাথ চ্যাটার্জী, বিদিশা চ্যাটার্জী, দীপ্তি দত্ত, লুসি দাস, সুজাতা মন্ডল, শুক্লা মুখার্জী, সোমা গাঙ্গুলী, ইরা দাস, এল, শর্মা, স্নিগ্ধা ঘোষ, ডলি কুন্ডু, করবী রায়, গিয়াসুদ্দিন আহমেদ, মহঃ আবদুল মালেক, অনুপ বড়াল, বাণী রায়চৌধুরী, দেবদীপক নায়েক, কুহেলী মজুমদার, অনুপম মজুমদার, উদয়শংকর বড়াল, চন্দ্রাণী দাস, শুক্লা বড়াল, রাজু ভট্টাচার্য্য, সুশান্ত রায়, কে, কে, সরকার, কৃষ্ণা সরকার, তৃষা দাস, শুভ্রা দাস।

শিকার হলেন রেশন ডিলার (১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন সিপিএম পরিবার যদি বলে আমি চাল-গম নিইনি তাহলে তার প্রমাণ রেশন ডিলার দিতে পারবে না। ছয় বৎসর ধরে কয়েকটি পরিবার বিপিএলের মালপত্র পাননি এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ! এটা চক্রান্ত ছাড়া কিছু না। সিপিএম এর স্থানীয় নেতারা জানালেন এতদিন ভয়ে বি, পি, এল পরিবারগণ কিছু বলতে পারেনি। তাদের পাশে আজ একটি সংগঠন দাঁড়িয়েছে তাই তারা প্রতিবাদ করছে। তারা সমস্ত আধিকারিকদের রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে লিখিতভাবে তদন্তের জন্য। রেশন ডিলার কেতাবুর রহমানের সাফ কথা—আমার কাছে ৪৩১টি পরিবারের তালিকা আছে। নিয়মিত সরকার নির্ধারিত মূল্যে সঠিক পরিমাণে মাল দিয়ে থাকি। কংগ্রেস পার্টি করি বলে সিপিএম চক্রান্ত করে আমাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে।

Government of West Bengal
Directorate of Forests
Office of the Divisional Forest Officer, Nadia Murshidabad Division.

Abridge Notice of Auction Sale Notice No. 1/REV. of Nadia Murshidabad Division for Sale of Timber Lot During the Year 2006-2007

Divisional Forest Officer, Nadia Murshidabad Division, Post. Krishnagar, Dist. Nadia will offer for sale of timber lot etc. through the Auction Sale Notice No. 1/Rev. of 2006-2007 of Nadia Murshidabad Division. Auction will start from 11 a. m. of 14. 06. 2006 & 15. 06. 2006 at Berhampore Range Office Compound. Intending purchasers are requested to enquire at the above address on any working day during office hours and to inspect the depot lot before attend the auction.

Sd/-
Divisional Forest Officer,
Nadia Murshidabad Division

স্মারক নং ৩১৫ (৩)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৪-৫-০৬

ব্লক সভাপতি প্রহৃত (১ম পৃষ্ঠার পর)

সিপিএম কাউন্সিলার আমিরুল মহালদার ও তার দলবল মারধোর করে। ঐ দিনই ১৭ নম্বরের ওয়ার্ড সভাপতি মাসুদ আলিমও দুই সিপিএম সমর্থকের হাতে প্রচন্ডভাবে প্রহৃত হন। এই ধরনের পর পর আক্রমণের পাল্টা হিসাবে কংগ্রেসও বদলা নিতে প্রস্তুত হচ্ছে বলে খবর।

সোসাইটির ৬ষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ছাড়া ছিল মেয়েদের মিউজিক্যাল চেয়ার এবং সর্বসাধারণের জন্য লটারীর মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর পর্বের অনুষ্ঠান। এ ছাড়া ছিল নৃত্যনাট্য ও নাট্যানুষ্ঠান। সংস্থার সম্পাদক প্রভাত দত্ত প্রতিবারের মত এবারও ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণীর ১৮ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাঠ্য পুস্তক দেওয়ার কথা জানান।

পাত্র চাই

বৈষ্ণব, বয়স ২২, উচ্চতা ৫' ২", অতি সুন্দরী, ফর্সা অবস্থা-সম্পন্ন ঘরের একমাত্র কন্যা। সংস্কৃতে এম, এ পাঠরতা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, সরকারী উচ্চপদে চাকুরিরত ফর্সা সুদর্শন স্মার্ট পাত্র কাম্য। সবর্ণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। স্থানীয় অগ্রগণ্য। ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৬২০৮/২৬৬৮১৩

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।